



222113 - যবে ব্যক্ত ইচ্ছাকৃতভাবে দাঁতবে ফাঁকে আটকে থাকা খাবার কংবা ওযু করা কালে কুলরি কছু পানি গলিবে ফলেবে তার রযো ভঙেগে যায়

প্রশ্ন

আমি শুচবায়ু (OCD) তে আক্রান্ত। রমযান মাসে আমি যখন ওজু করতাম তখন বশেি বশেি থুথু ফলেতাম, এই ভযে না জানি গলার ভতেরে পানি চলে যায়। একবার আমি স্নায়ুর উপর নয়িন্ত্রণ হারযিবে ফলেবে ইচ্ছা করে পানি খযেবে ফলেছে। এখন আমি এ গুনার কাফফারা বা প্রতকারি কভিবে করতে পারি?

একবার রমযানে আমি ঘুমযিবে ছলিাম। আমার মা বাদাম শুকাতনে। সে বাদামগুলো তনি আমার পাশে রেখেছেলিবে। আমি অনুভব করলাম যবে, আমার মুখে কছু একটা আছ; আমি জানি না, সটো খাদযেরে অবশষিটাংশ; নাকি বাদাম। আমি উঠে গযিবে কুলি করব এই অলসতা থেকে গলিবে ফলেছে। এখন আমার কি করণীয়?

অপর এক রমযানে আমার মুখে ভতেরে কছু ওযুর পানি রযেবে গযিছেলি। আমি ইচ্ছাকৃতভাবে সে পানি গলিবে ফলেছে।

সর্ববশষে প্রশ্ন হচ্ছ- যবে ব্যক্তি উঠে গযিবে কুলি করার অলসতা থেকে বমি গলিবে ফলেছে তার ব্যাপারে হুকুম কি?

আমি এখন স্তন্যদায়ী। আমি আল্লাহর কাছে তওবা করছে। আমি কভিবে আমার পাপরে কাফফারা বা প্রতকারি করতে পারি?

প্রযি উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

এক:

রযোদার যখন গড়গড়া কুলি করে তখন মুখ থেকে পানি ফলেবে দেযো আবশ্যক। কুলি করার পর বারবার থুথু ফলো শরযিতসম্মত নয়। এটি একটি বদ অভ্যাস; যা শুচবায়ু ও ইবাদতরে মধ্যে সন্দহেরে কারণ।

দখেুন: 49005 নং প্রশ্নযেত্তর।

দুই:

আপনি বলছেন: “একবার আমি স্নায়ুর উপর নয়িন্ত্রণ হারযিবে ফলেবে ইচ্ছা করে পানি খযেবে ফলেছে”।



- আপনি যদি এর দ্বারা বুঝতে চান যে, আপনার মুখে কুলরি যে পানি রয়েছে সেটো বা সেটোর কিছু অংশ গলি ফেলেছেন: তাহলে আপনার রোযা ভেঙে গেছে। এক্ষেত্রে আপনার উপর ফরয হল- তওবা করা এবং সে দিনের রোযার কাযা পালন করা।
- আর আপনি যদি এর দ্বারা বুঝতে চান যে, কুলিকরার পর মুখে পানি বাহিরে ফেলে দিয়ে থুথু গলি ফেলেছেন: তাহলে আপনার উপর কোন কিছু আবশ্যিক নয়। বুজাইরমি (রহঃ) তার 'হাশিয়াতে' (২/৩৭৮) বলেন: “গড়গড়া কুলিকরার পর থুথু ফেলে দেয়া সম্ভব হওয়া সত্ত্বেও গলি ফেললে কোন অসুবিধা নই। যহেতু এর থেকে বঁচে থাকা কঠনি।”[সমাপ্ত]

অনুরূপভাবে আপনি বলছেন: “আমার মুখে ভেতরে ওয়ুর কিছু পানি রয়েছে গিয়েছিলি”:

- যদি এই পানিটি কুলরি পানি হয় তাহলে আপনার রোযা ভেঙে গেছে। আপনাকে এর কাযা পালন করতে হবে।
- আর যদি কুলিকরার পর ও মুখ থেকে পানি ফেলে দেয়ার পর মুখে যে আর্দ্রতা থাকে সেটো হয়ে থাকে: তাহলে অগ্রগণ্য মতানুযায়ী আপনার উপর কোন কিছু আবশ্যিক নয়।

তনি:

যদি কেউ তার দাঁতের মাঝে আটকে থাকা খাবার ইচ্ছাকৃতভাবে গলি ফেলে; যা সে বের করে ফেলেতে সক্ষম, তাহলে এর দ্বারা তার রোযা ভেঙে গেছে। আর যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে গলি ফেলে; যমেন থুথুর সাথে গলার ভেতরে চলে গেলে, এটাকে ফরীতে পারল না; তাহলে তার রোযা সহি। তার উপর কোন কিছু আবশ্যিক নয়।

প্রশ্নকারী বোনের কথা থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে মুখে থাকা খাবার গলি ফেলেছেন এবং উঠে গিয়ে মুখ পরিস্কার করতে অলসতা করছেন। যদি সেটো রাতের বেলায় ঘটে থাকে তাহলে তার উপর কোন কিছু আবশ্যিক হবে না। আর যদি ফজর হওয়ার পর ঘটে থাকে তাহলে তাকে আল্লাহর কাছে তওবা করার পাশাপাশি সে দিনের রোযা কাযা পালন করতে হবে।

চার:

যে ব্যক্তির অনিচ্ছাকৃতভাবে বমি চলে এসেছে; তার উপর কোন কিছু আবশ্যিক নয়, তার রোযা সহি। আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করেছে তাকে রোযাটা কাযা পালন করতে হবে।

যে ব্যক্তির অনিচ্ছাকৃতভাবে বমি আসার পর তিনি বমি গলি ফেলেছেন; যদি তিনি সেটো অনিচ্ছাকৃতভাবে করে থাকেন তাহলে তার উপর কোন কিছু আবশ্যিক হবে না। আর যদি ইচ্ছাকৃতভাবে গলি ফেলেন তাহলে তার রোযা নষ্ট হয়ে গেলে এবং তার উপর কাযা পালন করা আবশ্যিক। স্থায়ী কমটির আলমেগণ বলেন: যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করে তাহলে তার রোযা নষ্ট



হয়ে যাবে। আর যদি বমি এসে যায় তাহলে তার রোযা নষ্ট হবে না। অনুরূপভাবে অনচ্ছিক্তভাবে বমি গিলে ফলেলেও রোযা নষ্ট হবে না। [ফাতাওয়াল লাজনা দায়িমি (১০/২৫৪)]

সারকথা:

আপনার উপর ফরয হচ্ছে—

যে দনিগুলোর রোযা ইচ্ছিক্তভাবে নষ্ট করছেন সেগুলোর কাযা পালন করা; সটো মুখে থাকা পানি গিলে ফেলোর মাধ্যমে হোক, যে পানি থুথুর পানি নয়; কারণ থুথুর পানি গিলে ফলেলে রোযা ভাঙববে না কথিবা মুখে থাকা খাদ্যেরে অবশিষ্টাংশ গিলে ফেলোর মাধ্যমে হোক কথিবা মুখে চলে আসা বমি গিলে ফেলোর মাধ্যমে হোক। আপনি এমন দনিগুলোর সংখ্যা নির্ধারণ করবনে এবং সে দনিগুলোর কাযা রোযা পালন করবনে। পাশাপাশি স্বচ্ছেয়ায় আপনি যা করছেন সেটোর জন্য আল্লাহ্ তাআলার কাছে তওবা করবনে।

এ রোযাগুলোর কাযা পালন করা দুধ পান করানোর ময়োদ শেষে হওয়ার পর ফরয হবে। কারণ স্তন্যদায়ী নারীর জন্য রোযা রাখাটা কষ্টকর হলে কথিবা এতে নজিরে স্বাস্থ্যহানরি আশংকা হলে কথিবা সন্তানরে স্বাস্থ্যহানরি আশংকা হলে দুধ পান করানোর ময়োদরে মধ্যমে কাযা রোযা পালন করা তার উপর ফরয নয়।

আর আপনি কঠনি শুচবিয়ু দ্বারা আক্রান্ত হওয়া এবং স্নায়ুবকি চাপে থাকা: আমরা আশা করছি এক্ষেত্রে আপনার কোন দোষ নই। তবে, ওয়াসওয়াসা বা শুচবিয়ু রোধ করার চেষ্টা করা আবশ্যকীয় এবং এটার প্রতি ভরুক্ষেপে না করা। কারণ শুচবিয়ুর চকিৎসার সবচেয়ে উত্তম উপায় হচ্ছে— এটাকে গুরুত্ব না দয়ো ও এর প্রতি ভরুক্ষেপে না করা এবং এর চাহদিমাফকি কছি না করা।

আল্লাহ্ই সরবজ্ঞে।